পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
যৌথ প্রশাসনিক ভবন (ষষ্ঠ-নবম তল), এইচ.সি.-৭, সেক্টর-৩
বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬

স্মারক সংখ্যা :৪৯০/পি.এন./ও/১/৪এ-০১/২০১৫ **তারিখ : ১০/০৬/২০১৬**

আদেশনামা

যেহেতু ভারত সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সারা দেশের প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে **গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি** (Village Water & Sanitation Committee বা VWSC) গঠন করার জন্য ২০১৩ সালে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে;

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ কর্তৃক নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প সহ কার্যকর অবস্থায় থাকা অন্য প্রকল্পগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের স্মারক সংখ্যা ১৫৭/এসএস/পিএন/ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ ১৮/০২/২০১৬ দ্রষ্টব্য];

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের প্রত্যেক উৎসের তদারকি ও তত্ত্বাবধান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত জল পরীক্ষাগারগুলির পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষত পানীয় জলের গুণগত মান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, বাধ্যতামূলকভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের স্মারক সংখ্যা ১৫৬/এসএস/পিএন /ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ ১৮/০২/২০১৬ দ্রষ্টব্য];

যেহেতু চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশ বাবদ প্রাপ্তব্য বরাদ্দ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানীয় জল সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট কাজগুলিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের স্মারক সংখ্যা ৮৩৯/আরডি/সিসিএ/ডব্লিউ/৫এম-৩/২০১৫ তারিখ ০১/১২/২০১৫ দ্রষ্টব্য];

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সহায়তায় ও কারিগরি পরামর্শে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে এবং মিশন নির্মল বাংলার আওতায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধানের লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে;

যেহেতু উপরের অনুচ্ছেদে বর্ণিত যাবতীয় কাজে গ্রামীণ জনসাধারণের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকর সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং এই সব কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একটি সহায়ক সংগঠন স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে;

এবং যেহেতু ভারত সরকারের পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে যে গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি (VWSC) গঠন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই কমিটিই পূর্বে বর্ণিত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের সহায়ক কমিটির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে;

অতএব, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ২১২ ধারা বলে রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে **গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি** (VWSC) গঠন করার জন্য নির্দেশ জারি করা হল । গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং মিশন নির্মল বাংলার আওতায় গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধানের জন্য বিভিন্ন কাজ শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে **গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি**-র মাধ্যমে রূপায়ণ করবে । এই কমিটির গঠন, ভূমিকা, দায়িত্ব, কার্যপ্রণালী, পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ, পরিচালন ব্যবস্থা, অর্থ প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার, হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ।

১। গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির গঠন

নীচে উল্লেখিত সদস্যদের নিয়ে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি গঠন করতে হবে ।

ক্রমিক সংখ্যা	সদস্যদের বিবরণ	পদ
১	গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান	চেয়ারম্যান
২	গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সঞ্চালক	ভাইস্ চেয়ারম্যান
৩-৬	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে মনোনীত ৪ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য - যাদের মধ্যে ২ জন হবেন মহিলা এবং এই ৪ জনের মধ্যে মহিলা সদস্য সহ ২ জন হবেন তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত	সদস্য
৭	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক (নির্বাহী সহায়কের পদটি ফাঁকা থাকলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব পদটি ফাঁকা থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত মনোনীত একজন সহায়ক)	সদস্য-সচিব
৮	গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক	সদস্য
৯	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত একজন শিক্ষিকা (এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে যার আগ্রহ ও উৎসাহ সুবিদিত)	সদস্য
১০-১১	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত দুই জন ASHA কর্মী	সদস্য
১২	পানীয় জলের গুণগত মান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্বেচ্ছাসেবী সহায়ক (Volunteer-Facilitator for Water Quality Testing)	সদস্য
১৩-১৪	গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় মনোনীত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সক্রিয় দুইটি স্বনির্ভর দলের নেত্রী	সদস্য

এছাড়া, প্রয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত আছেন এমন সুবিদিত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী / শিক্ষক / অসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পদাধিকারী এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধানের কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করলে এলাকার উন্নতি হতে পারে এমন ব্যক্তিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনার মাধ্যমে উক্ত কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে (অনধিক ৩ জন) ।

২। গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ধরন ও কার্যকাল

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে উক্ত কমিটি একটি স্থায়ী প্রকৃতির এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক সংগঠন হিসাবে কাজ করবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, সঞ্চালক ও নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ যতদিন বহাল থাকবে ততদিন এই কমিটির পদাধিকারী বা সদস্য হিসাবে তারা কাজ করবেন । গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ যতদিন নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন ততদিন তারা এই কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করবেন এবং বদলি হয়ে গেলে বা অবসর গ্রহণ করলে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন তারা স্বাভাবিকভাবে এই কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করবেন । অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যিনি / যারা এই কমিটির সদস্য হিবাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন না, গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারণ সভায় আলোচনার ভিত্তিকে তার / তাদের সদস্যপদ খারিজ করে তার / তাদের পরিবর্তে অন্য সদস্য মনোনীত করতে পারবে । আমন্ত্রিত সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য হবে । তবে কোনও সদস্যের / আমন্ত্রিত সদস্যের পদ খারিজ করার পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েত তাকে অন্তত ১ বছর নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেবে ।

৩। গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব

(ক) পানীয় জল সংক্রান্ত কাজে উক্ত কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

(অ) গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প সহ অন্যান্য কার্যকর অবস্থায় থাকা প্রকল্পগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের স্মারক সংখ্যা ১৫৭/এসএস/পিএন/ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ ১৮/০২/২০১৬] সেইগুলি যথাযথভাবে পালন করার ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা ।

(আ) গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জলের প্রত্যেক উৎসের তদারকি ও তত্ত্বাবধান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত জল পরীক্ষাগারগুলির পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষত পানীয় জলের গুণগত মান পরীক্ষা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে পালনের জন্য প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে [১৫৬/এসএস/পিএন/ও/১/৪এ-০১/২০১৫ তারিখ ১৮/০২/২০১৬] সেই সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা ।

(ই) উপরের দুইটি অনুচ্ছেদে যে আদেশনামার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই আদেশনামায় বর্ণিত যাবতীয় কাজ সহ **গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি** গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে সকল কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেবে তা হল :

- জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে, এই বিষয়ে প্রযোজ্য যাবতীয় সরকারি নিয়মকানুন মান্য করে যথাযথ গভীরতায় নলকূপ স্থাপন, নলকূপ মেরামত ও/বা রক্ষণাবেক্ষণ, নলকূপের চাতাল তৈরি/মেরামত, জলের গুণগত মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আর্সেনিক/ফ্লোরাইড/লবণতা/অন্যান্য দূষণ দূর করার জন্য নলকূপের অঙ্গ হিসাবে যে সকল কারিগরি বা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেগুলির সংস্থাপন, সদ্ব্যবহার, সুরক্ষা, রক্ষনাবেক্ষণ, বর্জ্য জল নিষ্কাশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করা ।
- জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পক্ষ থেকে যে সকল নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প এবং কার্যকর অবস্থায় থাকা অন্যান্য প্রকল্প গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে বা হচ্ছে বা হবে, বাধ্যতামূলকভাবে সেগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ।

- প্রত্যেক গ্রাম সংসদে সহভাগী সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থান বিশ্লেষণ করা ।
- প্রত্যেক পরিবার যাতে গ্রহণযোগ্য দূরত্বে নিরাপদ পানীয় জল পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা করা ।
- উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা ।
- প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিরাপদ পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া ।
- প্রত্যেক বাড়িতে ও প্রতিষ্ঠানে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করা, উক্ত কমিটির তহবিলে তা জমা দেওয়া এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে তা কেবলমাত্র পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবার কাজেই সদ্ব্যবহার করা ।
- পাইপ লাইন মেরামত করা, জলের অপচয় / অবৈধ সংযোগ / অপব্যবহার বন্ধ করা / জলের গুণগত মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জল পরীক্ষাগারগুলির পরিষেবার সদ্ব্যবহার করা, এলাকায় পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা হলে সমাধান করা ইত্যাদি ।
- জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নিরাপদ জল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার প্রসার করা এবং প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় এলাকায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

(খ) স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত কাজে গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

- প্রত্যেক গ্রাম সংসদে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাম সংসদ ভিত্তিক / মৌজা ভিত্তিক ODF পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সেই সকল পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি সমন্বিত ODF পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এই পরিকল্পনায় প্রতি গ্রাম সংসদের / সম্পূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ODF হওয়ার দিন পূর্ব-নির্দিষ্ট করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতি গ্রাম সংসদের জন্য মোটিভেটর টিম তৈরি করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েতকে ODF করার জন্য প্রয়োজনীয় IEC পরিকল্পনা (প্রচার প্রসার কৌশল) তৈরি করা ও তার রূপায়ণ করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রীর তালিকা তৈরি রাখা এবং এই রাজমিস্ত্রীদের refresher training-এর জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মাল সরবরাহকারী চিহ্নিত করা এবং তার গুণমান ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মিত শৌচালয়গুলির গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তাদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিবার ভিত্তিক লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা করা এবং কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা ।
- প্রতি আর্থিক বর্ষের শেষে লক্ষ্যমাত্রা নবীকরণ করা এবং সেই অনুযায়ী নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।
- সম্ভাব্য সামুদায়িক স্তরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা করা এবং ব্লক স্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তার রূপায়ণ করা ।
- সামুদায়িক শৌচাগারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং রূপায়ণের পর তার তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ।
- প্রতি গ্রাম সংসদ এলাকা ODF হওয়ার পর তা উপযুক্তভাবে যাচাই করা এবং স্বঘোষণার পর ব্লকের কাছে সেই মর্মে রিপোর্ট পাঠানো এবং ব্লক স্তরে থেকে শংসিত হওয়ার পর ODF উদ্‌যাপন-এর ব্যবস্থা করা ।
- গ্রাম পঞ্চায়েত ODF হওয়ার পরে একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- সম্পূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত / প্রতি গ্রাম সংসদ ODF হওয়ার পরে এলাকায় এই সদর্থক পরিবর্তন বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিয়মিত তদারকি (sustainability plan) ।
- গ্রাম সংসদ স্তর / VHSNC থেকে নিয়মিত রিপোর্ট গ্রহণ করা ও তার পর্যালোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
- প্রতি সপ্তাহে একবার সভা আহ্বান করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং আগামী সময়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।
- গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া উৎসাহবর্ধক অর্থ (যদি পাওয়া যায়) সঠিক উপভোক্তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা এবং সরবরাহকারী সংস্থা / স্যানিটারি মার্টের বরাদ্দ অর্থ পাওয়া গেলে সঠিক সময়ে সেগুলি তাদের বরাদ্দ করা ।
- সামুদায়িক স্তরে উৎসাহ-বর্ধক অর্থ (community incentive) খরচের সিদ্ধান্ত হলে তার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (নির্দেশাবলী অনুযায়ী) গ্রহণ ও তার রূপায়ণ করা, এই উদ্দশ্যে গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া সকল অর্থের সঠিক ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী সদ্ব্যবহার ও তার নিয়মিত নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই নিরীক্ষার রিপোর্ট ও সদ্ব্যবহার শংসাপত্র নির্দিষ্ট স্তরে প্রেরণ করা ।

৪। গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির তহবিল ও তার ব্যবস্থাপনা

প্রত্যেক গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির নামে নিকটবর্তী কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এইভাবে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে : ***VWSC a/c..... Gram Panchayat*** । গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন খাত থেকে (কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন বাবদ তহবিল, রাজ্য অর্থ কমিশন বাবদ তহবিল, আইএসজিপি তহবিল ইত্যাদি) গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির অনুকূলে যে অর্থ নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করবে তা গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির তহবিলে যথাযথভাবে জমা করতে হবে এবং উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সদ্ব্যবহার করতে হবে । পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদ / জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ / পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ অথবা অন্যান্য বিভাগ থেকে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে যদি কোনও অর্থ পাওয়া যায়, তা-ও গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির তহবিলে যথাযথভাবে জমা করতে হবে এবং উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সদ্ব্যবহার করতে হবে । এই তহবিল যৌথভাবে পরিচালনা করবেন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্য-সচিব ।

এই তহবিল সংক্রান্ত সমস্ত নথি (যেমন চেকবই, ক্যাশবই, লেজার, পাশবই, রসিদ বই ইত্যাদি) চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন সদস্য-সচিব । এই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের অনুমোদনক্রমে উক্ত কমিটির সদস্যদের এবং/অথবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মচারীদের সহায়তা নিতে পারবেন । এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, প্রতি মাসের শেষে এই তহবিল বাবদ আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতের সামগ্রিক হিসাবের অঙ্গ হিসাবে সমন্বিত হবে । উক্ত কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসাধারণের অবগতির জন্য গ্রাম

পঞ্চায়েত অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে হবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় এই আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে । অর্থাৎ উক্ত কমিটি তার আর্থিক কার্যকলাপ সহ যাবতীয় কাজকর্মের জন্য সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে ।

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা চালু আছে (আভ্যন্তর নিরীক্ষা ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা), উক্ত কমিটির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নিরীক্ষা তারই অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে । এছাড়া উক্ত কমিটির হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত নিরীক্ষার কাজ কোনও সুবিদিত চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম দ্বারা করাতে হবে । বলা বাহুল্য, উক্ত কমিটির কার্যকলাপ সামাজিক নিরীক্ষার আওতায় আসবে ।

৫। গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির সঙ্গে অন্যান্য অনুরূপ সংগঠনের উদ্যোগের সমন্বয়

গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিকে পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে হবে । যেমন -

গ্রাম সংসদ স্তরে যে **গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান ও পুষ্টি কমিটি** বা Village Health Sanitation & Nutrition Committee (VHSNC) রয়েছে [পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের স্মারক সংখ্যা ৩০৮(১৮)/ এস.পি.এইচ.সি/ ১এস-২/ ১৪ তাং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ দ্রষ্টব্য], তার সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি কাজ করবে এবং গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি গ্রাম সংসদ স্তরের উক্ত কমিটিকে তার দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে ।

গ্রাম পঞ্চায়েতে যে **শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি** রয়েছে তার সঙ্গে পরিপূর্ণ সমন্বয় বজায় রেখে এই গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যেহেতু এই উপ-সমিতির সঞ্চালকই গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান, অতএব তার পক্ষে দুই সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার কাজটি সহজ হবে ।

পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ, তদারকি ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিংবা কার্যক্ষেত্রে কোনও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রথমে উক্ত কমিটি নিজেই তা নিরসনের জন্য চেষ্টা করবে এবং এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় এই বিষয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে । প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে ।

জেলা স্তরে একটি District Water & Sanitatiion Mission (DWSM) কার্যকর আছে এবং নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয়, তদারকি ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এই সংগঠনের উপরে ন্যস্ত আছে । এই কাজের অঙ্গ হিসাবে DMSM গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিগুলির কাজকর্মের তদারকি ও তত্ত্বাবধান করবে । এছাড়া গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিগুলির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য DWSM প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । যে প্রকল্পের কারিগরি অনুমোদনের ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে প্রদত্ত ক্ষমতার উর্ধ্বে, গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি কারিগরি অনুমোদনের জন্য সেই সকল প্রকল্প DWSM-এর কাছে পাঠাবে । গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিগুলির যাবতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে জেলা স্তরে DWSM প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে ।

ইতোপূর্বে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের আদেশনামা বলে [পি এইচ ই/ ৪/ ১৭৩/ডবলিউ-৩০৩/২০১০ তারিখ ১৮/০১/২০১২] যে সকল গ্রামীণ জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি গঠিত হয়েছে, এই আদেশনামা বলে সে সকল গ্রামীণ

জল ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটিগুলিকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং সেগুলির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান আদেশনামা বলবৎ হবে ।

যাতে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এই আদেশনামা বলে ন্যস্ত ভূমিকা ও দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের পক্ষ থেকে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে ।

এই মর্মে নির্দেশ জারি করা হল যে, সারা রাজ্যে উপরে বর্ণিত ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে ।

রাজ্যপালের আদেশ অনুসারে,

সৌরভ কুমার দাস ১০/৬/২০১৬

প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এবং
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

স্মারক সংখ্যা :৪৯০/ ১(৪০০০)/এসএস/পিএন/ও/ ১/৪এ-০১/২০১৫ **তারিখ : ১০/০৬/২০১৬**

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই পত্রের অনুলিপি দেওয়া হল :

(১) সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(২) জেলা শাসক, ... (সকল)
(৩) অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, ... জেলা পরিষদ (সকল)/শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ/অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত বিষয়ক) .... জেলা
(৪) শ্রীমতী / শ্রী ....

.... (জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক)

(৫) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... (সকল)
(এই পত্রের প্রতিলিপি জেলার অন্তর্ভুক্ত সকল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সকল সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই ।)

(৬) সভাপতি, ... পঞ্চায়েত সমিতি (সকল)
(৭) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ... (সকল)
(এই পত্রের প্রতিলিপি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই ।)

(৮) প্রধান, ... গ্রাম পঞ্চায়েত (সকল)

সৌরভ কুমার দাস
১০/৬/২০১৬

প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ এবং
জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ